ই া টা া লি

কলম্বাসের দেশের মারিয়া

মারিয়ারা এ রকমই হয়। কখনো হাসায়, কখনো কাঁদায়। মাঝে মাঝে এমনভাবে স্বপ্নের জাল বুনে, জাগতিক চৈতন্য লুপ্ত প্রায়। হাওয়ায় উড়ে বেড়ানো ছাড়া উপায় কি? ল্যাটিন আমেরিকা ইকুয়েডরের সুনয়না, সুকেশী, সুন্দর মুখাবয়ব, স্মার্ট সর্বোপরি যাকে বলে আধুনিক যুগের ডায়ানা। মারিয়ার আতিথেয়তা, আন্তরিকতা, বাচনভঙ্গি, কথা বলার স্টাইল আমাকে মুগ্ধ করে। মনের অজান্তে কখন যে ওর প্রেমে পড়লাম আল্লাহ্ মালুম।

সেই যে কবে দেশ ছেড়ে পরবাসী হলাম আজও দেশ দর্শনের সুযোগ হয়ে ওঠেনি। কাজের তাগিদে ইটালির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটাছুটি বিরামহীনভাবে। নিজেকে কোথাও সেটেল করতে পারিনি অন্তত কার্যক্ষেত্রে। আবার কখনো কখনো ভাবি যেমন কাজই হোক ইটালির যেকোনো শহরে বাড়ি কিনে স্থায়ী ঠিকানার আবাসন গড়ে তুলি। বিধিবাম, হতভাগ্যরাই হতাশায় ভোগে বেশি। তাছাড়া আছে ইটালির ভাষাগত সমস্যা, সামাজিক রীতিনীতির ঝুটঝামেলা। দীর্ঘ সময় ভেনিসে 'ডকইয়ার্ডে' কাজ ভালোই চলছিল, কিন্তু হঠাৎ মালিক বদলি করলো জেনোয়া নামক কলম্বাসের নগরীতে। উপায়ন্ত না দেখে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজের তাগিদে যেতে বাধ্য হলাম। জেনোয়া প্রদেশে মোটামুটি ইটালির অন্যান্য প্রদেশ থেকে এখানে বিদেশীদের বসবাস খুব খুশি, আনুমানিক লক্ষাধিক। বাংলাদেশের হবে গোটা শ'তিন-চারেক। অনেকেই আমার মতো ডকইয়ার্ডে কাজে জড়িত আর বাকিরা দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও টেলিফোন সেন্টার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত।

অন্যান্য দেশের বিশেষ করে ইকুয়েডর, চিলি, কিউবা, নাইজেরিয়া, কলম্বিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া, সেনেগাল। তন্মধ্যে ইকুয়েডর, মরক্কো, নাইজেরিয়ার সংখ্যাই বেশি। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন- জেনোয়া শহরের রেল স্টেশনের পাশ দিয়ে প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তা সামনের দিকে বয়ে গেছে, তার পাশে মানববন্ধনের মতো সারি সারি বিল্ডিং এবং এসবের মধ্যে প্রচুর দোকান, টেলিফোন সেন্টার। আমাদের পুরান ঢাকার গলিগুলোকে হার মানাবে। নোংরা, এখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ এবং দিনে-দুপুরে দলবেঁধে বিয়ার খাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। আর এখানেই সব বিদেশীদের বসবাস। ওপেন সিক্রেট বিক্রি হচ্ছে হেরোইন, হাসিস, মারিজুয়ানা। ইটালির প্রশাসনের সে দিকে খেয়ালই নেই। মাঝে মধ্যে দু'একজনকে ধরে আবার ছেড়ে দেয়। সুন্দরী মেয়েরা দেদারছে হেরোইন খাচ্ছে, ইনজেকশন নিচ্ছে, আবার পয়সার ঘাটতি হলে নেশার জন্য সেক্সের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। হায়রে! ইটালি, আহারে! জেনোয়া কলম্বাসের জন্মভূমি তোমার ললাটে কি ছিল এই করুণ দুর্দশা?

সময়টা গরম কাল। ইউরোপিয়ানদের উৎসবের সময়। সামান্য পোশাক পরে ফুরফুরিয়ে চলাফেরা, হৈ চৈ করে বেড়ানো, বিভিন্ন বারে, ডিস্‌কোতে আনাগোনা, প্রিয়তমাকে নিয়ে লং ড্রাইভিং। বিশাল বড় দিন। সন্ধ্যা হয় ৯টার দিকে। আমার কাজের সময় সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৬টা। ঘুম থেকে ৫টায় উঠে ট্রেনে যাতায়াত, আবার ফিরতে ফিরতে বিকেল ৭টা।

কাজের শেষে প্রায়ই আমার বন্ধুর টেলিফোন সেন্টারে আড্ডা দেই। ইন্টারনেটে আসা পেপার, ম্যাগাজিন পড়ি। বন্ধুর দোকানে প্রচুর মেয়েরা আসে ফোন করতে, তার মধ্যে মারিয়া নামের একজন। মারিয়াকে আমি কখনো দেখিনি কিংবা খেয়াল করিনি। সে হয়তো আমাকে খেয়াল করেছে এবং বন্ধুর কাছে আমার জীবন বৃত্তান্ত জানতে চাইল। মারিয়া শুনে আগ্রহ প্রকাশ করলো এবং নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সাক্ষাতের প্রার্থী হলাম। পরিচয় পর্বে করদর্মন, এদেশী প্রথামতো গালে গাল ছোঁয়ানো। হাতে হাত রেখে ওকে অফার করলাম কোথাও বসার জন্য। কাছাকাছি বারে গিয়ে বসলাম। পানরত অবস্থায় আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মাঝে মধ্যে ভালোবাসার কথোপকথন এক চমৎকার আবহের সৃষ্টি হয়েছিল। আমি ওকে ভালোবেসে ফেললাম আর সেও যেন প্রেমে জড়িয়ে পড়লো প্রথম দেখাতেই। বিদায়ের মুহূর্তে আমার মুখে চুমু খেয়ে বলেছিল কাল আবার দেখা হবে রাত ১২টায়। কারণ সে রেস্টুরেন্টে চাকরি করে বিকেল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত। এভাবে প্রতিদিন ডেটিং। উত্তাল হাওয়ায় ভেসে বেড়াতাম সাতসমুদ্র তের নদীর পাড়ে। অন্তরঙ্গ মুহূর্তে জড়িয়ে ধরে বলতো চলো দু'জনে একটি বাসা ভাড়া নিয়ে একত্রে বসবাস করি- যাকে বলে লিভিং টুগেদার। মারিয়ার উদারতা ও আকর্ষণে আমি আত্মহারা। আমাকে শুধু স্বপ্ন দেখাতো, দু'জনে মিলে এটা করবো, সেটা করবো, যুগে যুগে এক সঙ্গে থাকবো। ব্যক্তিকেন্দ্রিক আমারও তো ধৈর্যের সীমা আছে তাই সিদ্ধান্ত নিলাম বাসা ভাড়া নিয়ে একত্রে বসবাস করবো এবং শর্ত ছিল উভয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝা ও জানার পর সিদ্ধান্ত নেব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার। একদিন ফোন করে বললো, কাল শনিবার, চলো না ডিস্‌কোতে যাই। শনিবারে মারিয়ার

হাফবেলা আর আমার ছুটি।

শনিবার রাত ১০টায় আমাকে ফোনে জানালো নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং যথাসময়ে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিয়ে উপস্থিত হলাম। নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে মারিয়ার সন্ধান না পেয়ে বাসায় ফিরে আসি। রাত ১১টায় ওর সেলুলারে ফোন করলে মারিয়া জানালো আজকে কাজের চাপ বেশি তাই আধা ঘন্টা পরে ফোন করতে। আধা ঘন্টা পরে ফোন করলে অপরপ্রান্ত থেকে জানালো- লক্ষীটি রাগ করো না, অন্যদিন যাওয়া যাবে। রাগে, দুঃখে, অভিমানে কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমার এই অবস্থা দেখে বন্ধু বললো, চল দু'জনে ডিস্‌কোতে যাই। ডিস্‌কোতে ঢুকেও ভালো লাগছিল না, কারণ সবাই জুটি বেঁধে র‍্যাপ সঙ্গীতের তালে তালে নাচানাচি করছে আর আমাকে একা অসহায়ের মতো লাগছে। বিকল্প উপায় না পেয়ে বিয়ারের পর বিয়ার পান করছি, আর সিগারেট টানছি। এর ফাঁকে অবশ্য দু'চারজন মেয়ে অফার করেছিল তাদের সঙ্গে নাচতে। ডিস্‌কোর পরিবেশ ভালো লাগছিল না। মনে হয়েছে অন্ধকার গুহায় অন্ধকার জগতের বাসিন্দা এই আদম সন্তানেরা। বন্ধুকে বললাম চলো বাইরে থেকে ঘুরে আসি, যখনই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি তখনই ঘটলো অনাহুত ঘটনা। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম, যেন আকাশটা মাথায় ভেঙে পড়েছে। মারিয়া সেজে গুঁজে পরিপাটি অবস্থায় ইটালিয়ান এক ছেলের সঙ্গে জড়াজড়ি করে ডিস্‌কোয় ঢুকছে। শুভেচ্ছা জানালাম, এতটুকুই। বাইরে বেরিয়ে ভাবতে লাগলাম এই ছিল তোমার মনে-একে বলে কি? ভালোবাসা। ইউরোপিয়ান কালচার? যার যা খুশি করতে পারে বলার কিছুই নেই। আবারো ডিস্‌কোতে ঢুকে দেখি ওরা জড়াজড়ি করে নাচছে। দূর থেকে দেখা ছাড়া তো উপায় নেই। নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে যেখানে বিয়ার বিক্রি হচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আবারো শুভেচ্ছা জানালাম, বিয়ার অফার করলাম, হাতে গ্লাস নিয়ে চিয়ার্স করে ইটালিয়ান ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বললো, আমার প্রেমিক। বিয়ার পর্ব সেরে আবারো উদ্দাম নৃত্য। ভোর ৪টার দিকে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরাও বেরিয়ে গেলাম আর বন্ধুর সম্মতিতে মারিয়া ও তার বন্ধুকে অনুসরণ করতে লাগলাম। আমরা রাস্তার এ পাশে ওরা রাস্তার ওই পাশে জড়িয়ে ধরে হাঁটছে আর চুমো খাচ্ছে। বোঝার আর বাকি রইলো না গন্তব্য ঠিক গন্তব্যে। দু'চারদিন যোগাযোগ নেই। মারিয়া হঠাৎ ফোনে জানালো আমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে ঠিক রাত ১২টায়। যথাসময়ে পৌঁছে সাক্ষাৎ, এবং বারে গিয়ে বসলাম। কথোপকথনের ফাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাওয়ার মুহূর্তে বাধা দিয়ে বললাম কেন ডেকেছো আমায়। মারিয়া লজ্জার মাথা খেয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো তুমি জান না? কেন ডেকেছি। তুমি আমার প্রেম, ভাসমান সাগরের ভেলা, ক্ষুদ্র জীবনের আন্দোলিত করা মহাসমুদ্র। কখন বাসা নেবে একত্রে দিনরাত কাটাবো পরম আনন্দ ও তৃপ্তিতে। তোমাকে বিলিতে বিলিয়ে শূন্য হবে রসভান্ডার। মারিয়ার সমস্ত কোলাহল থামিয়ে বললাম, প্লিজ আমাকে ক্ষমা করো, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিতান্তই রসিকতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। দয়াবশত মনে রেখো না। আসলে আমাদের দু'জনের কালচার দু'রকম। ওরা কমিট করে না, জীবন যাপন করে যায়। আমরা জীবনে কমিট করতে চাই, একজনকে জীবনে এককভাবেই পেতে চাই। কিন্তু মারিয়াকে ভুলতে পারি না। কি প্রয়োজন এই ছলচাতুরির। কলম্বাসের দেশের মেয়ে কিন্তু একস্থানে নোঙর ফেলতে পারে না।

অশান্ত
Via-Corso Del Popolo
241/9 Mestre (VE), Italy

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

দুটি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা। বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029
191 02 sollentuna, Sweden
Tel & Fax : +46-8-6231439
E-mail : delwar.h@spray.se
ঢাকা ব্যুরো
৩/৩-বি, পুরানা পল্টন (২য় তলা)
সোলেমান কোর্ট, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৫৩৪০, ৮১৫৫২৭১, ফ্যাক্স : ৯১৪০২২৫

২০০৫
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
INTERNATIONAL Mother Language Day
2005

টোকিওতে অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

অনুষ্ঠানমালা : পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা, চিত্র প্রদর্শনী ও উত্তরণের দেশাত্মবোধক গান
দিন : ২০ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৫, রোববার; **সময় :** সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত
অনুষ্ঠানের স্থান : গ্রীন হল (সাবেক সানবুন হল) ৩৬-১, সাকাই-চো, ইতাবাশি-কু, টোকিও
সকল যোগাযাগ : ০৩-৫২৪৮-৩৯৮৮/০৩-৩৯০৯-২২০৭/ ০৯০-৫৫৩৮-৪৮৪২

অনুষ্ঠানে আপনারা সপরিবারে আমন্ত্রিত (Tobu-Tojo Line, Oyama Stn. Mita Line-Itabashi Kuyakushomae Stion)

আয়োজনে : পরবাস, জাপানের দ্বিমাসিক পত্রিকা
ই-মেইল : porobash@hotmail.com
হোমপেজ : www.porobash.com

ই ৷ টা ৷ লি

ইটালি থেকে বলছি

প্রবাসী জীবন, মা-বাবা, স্ত্রী-কন্যা ছেড়ে থাকার কষ্টকে বেছে নেয়ার শুধু একটাই কারণ, কিছুটা অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনা। সত্যি কথা বলতে, অনেকে পিছপা হন- আমরা যারা স্বদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে এই বিদেশে ক'জনই তার উপযুক্ত কর্ম করছি? বেশির ভাগই তো নিম্নশ্রেণীর পেশায় নিয়োজিত আছি। বলছিলাম ইটালির কথা। শিল্পোন্নত ইটালিতে যারা আছি তার মধ্যে শতকরা ৫ জনও কোনো ভালো পেশায় নিয়োজিত আছি কি? সারা দিন শ্রমিকের পরিশ্রমের পর 'মুরগির খোয়ারে' ঢুকে যাওয়া। এজন্য মুরগির খোয়ার বলছি, আমাদের গ্রামের বাড়িতে দেখেছিলাম খোয়ারে ১৫-২০টি মুরগি রাতের বেলায় রাখা হতো। এখানেও তাই, একটি দুই রুমের বাসায় ১৫-২০ জন থাকতে হয়। এক রুমের বাসায় ১৫ জন দেখেছি। এখন ভাবুন এদের থাকা-খাওয়া, বাথরুম করা, গোসল করা সব মিলিয়ে কি দুরবস্থা। ইটালির মিলান শহরে যারা বাস করেন তাদেরই কিছু বিবরণ তুলে ধরছি। মিলান যাকে ইটালিয়ানরা মিলানো বলে থাকে, পৃথিবীর অত্যন্ত ব্যয়বহুল শহরের মধ্যে একটি। এখানে বাসা ভাড়া অত্যন্ত বেশি। (ইটালির অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায়) ৩০ স্কয়ার মিটারের সঙ্গেই টয়লেট, রান্নাঘরসহ ভাড়া ৬০০-৬৫০ ইউরো। সঙ্গে গ্যাস বিল, কারেন্ট বিল, পৌরকরসহ ১০০ ইউরো অর্থাৎ কমপক্ষে ৭৫০ ইউরো। বাসায় ৫ জন যদি থাকে, তা নাহলে টাকা সঞ্চয় করা খুবই কঠিন। এখানে ঘন্টা প্রতি ৫ ইউরো খুব সৌভাগ্যবানরা পান ৬ ইউরো। মাসে ১৬০ ঘন্টা কাজ করলে ৫১৬০= ৮০০ ইউরো। এখন কিছু ওভারটাইমসহ (যদিও এটা সব সময় থাকে না) সর্বোচ্চ ১০০০ ইউরো পাওয়া যায়। এখন বাসা ভাড়া ১৫০ ইউরো, সবাই মিলে মেস করে খেলে ১০০-১২০ ইউরো, পাশাপাশি যাতায়াত খরচ ৪০-৪৫ ইউরো, টেলিফোনসহ হাতখরচ কমপক্ষে ৬০ ইউরো, এরপর যদি ধূমপানের অভ্যাস থাকে তবে ৬০ ইউরো। এখানে কোনো সিগারেটের প্যাকেটের মূল্য ৩ ইউরোর নিচে নেই। সম্পূর্ণ একা একজন লোক মুরগির খোয়ারে থেকেও ৩৬০ টাকা খরচ হয়। এখন ৩৬০ যদি ৮০০ থেকে বাদ দিই তবে ৪৪০ ইউরো সঞ্চয় করা সম্ভব। যারা রেস্টুরেন্টে ২ বেলা কাজ করেন এখানে বেশির ভাগ রেস্টুরেন্টই সকাল ১১টা থেক বেলা ৩টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আবার সন্ধ্যা ৬ থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত। প্রতিদিন ১০ ঘন্টা পরিশ্রম, সপ্তাহে মাত্র ১ দিন ছুটি। বেতন খুব বেশি দিলে ১০০০ থেকে ১১০০ ইউরোর মধ্যে থাকে। ইটালিতে বসবাসের জীবনচিত্র আস্তে আস্তে নিয়মিত লিখবো এই প্রত্যাশায়।

Islam Shaheedul,
Piazza Unita 'D' Italia Ze,
Vimercate-20057 (Mi)
Italy, Shakhidul@yahoo.com

২১ শে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষাদিবস অমর হোক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জাপান প্রবাসী ব্যবসায়ীসহ সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার জন্য আহ্বান জানাই

এস এইচ এম তসলিম উদ্দিন
সভাপতি

Rvdi"j nvmvb
সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন জাপান
টোকিও, কিতা-কু, নাকাজু'জো ৩-৩৬-৩০
ইয়ামাইচি ম্যানশন ১০২